দৈনিক ইত্তেফাক

18

তারিখ 06 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

প্রসঙ্গ ঃ ডিগ্রী পরীক্ষা

গত ১৯শে নভেম্বর হইতে দেশব্যাপী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। পত্রিকান্তরে জানিতে পারিয়াছি যে, প্রথম দিনেই দেশব্যাপী সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাছাড়া অসদুপায় অবলম্বনকে কেন্দ্র করিয়া পুলিশের উপর হামলা, অধ্যক্ষের কামরা ভাংচুরসহ অপ্রীতিকর নানান ঘটনা ঘটিয়াছে। পত্রিকা পড়িয়া এবং আমাদের থানার পরীক্ষা কেন্দ্র দেখিতে গিয়া যে বিষয়টি আমার হৃদয়কে পীড়া দিয়াছে তাহা হইল, সেই পুরাতন কায়দায় নকলের মহোৎসব। পরীক্ষা শুরু হইবার ঠিক বিশ মিনিটের মধ্যে বাহিরে অনেকের প্রশ্নপত্র চলিয়া আসিয়াছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরে সাধারণের প্রবেশসীমা এতই কম ছিল যে, পরীক্ষার্থী কোন একটি কাগজে কিছু প্রশ্ন লিখিয়া তাহা মুড়িয়া জানালা দিয়া অনায়াসেই নকলদাতার কাছে ছুঁড়িয়া দিত। ইহাছাড়া দপ্তরী, আয়া এমনকি কোন কোন পুলিশের মাধ্যমেও নকলের আদান-প্রদান হইয়াছে। পরীক্ষার শেষের দিকে দেখিয়াছি বাহিরের লোকজন লাফাইয়া দোতলায় উঠিয়া জানালা দিয়া পরীক্ষার্থীকে নকল প্রদান করিতেছে। অথচ আইনের রক্ষক পুলিশগণ নীচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবলোকন করিয়াছেন। আমরা জানি, একজন ডিগ্রী পাসধারীকে আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই নাগরিকের মর্যাদা যাঁহারা পাইতে যাইতেছেন, তাঁহারা যদি অসদুপায় অবলম্বন করেন তবে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? এমতাবস্থায়, নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।

কে,এম, ইসলাম,
নয়াপুর, সোনারগাঁ,
নারায়ণগঞ্জ